নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগণের পাশে দাঁড়ান!
হাসিনা-আওয়ামী সরকারের অমানবিক ফ্যাসিস্ট নীতির মুখোশ উন্মোচন করুন!

কয়েকমাস পূর্বে যখন মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা জনগণের শরণার্থী-ঢল বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল তখন শেখ হাসিনা বলেছিল, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের পুলিশ মেরেছে; এখন মিয়ানমার পুলিশ-আর্মি কি বসে থাকবে? ('৭১-সালে মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাকিস্তানি আর্মি মেরেছিল, তখন পাকবাহিনীও বসে থাকেনি!)। কতটা ফ্যাসিস্ট ও মানবতাবিরোধী হলে সর্বস্বহারা রোহিঙ্গা নারী-শিশু-বৃদ্ধদের চরমতম দুর্গতির মুখে এ ধরনের কথা বলা যায়!

এবারও যখন সীমান্তের ওপারে মুক্তিকামী রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র আক্রমণের জবাব হিসেবে মিয়ানমারের ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনী পুনরায় ব্যাপকভাবে জাতিগত নির্মূলিকরণের অভিযান শুরু করেছে তখন হাসিনা সরকারের প্রতিক্রিয়াটি হয়েছে আরো নির্মম, আরো মানবতাবিরোধী, আরো বেশি করে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণবাদী। তারা প্রথম থেকেই সীমান্তে পলায়নপর আপামর রোহিঙ্গা জনগণকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য বিজিবি-কে নির্দেশ দেয়। বিজিবি প্রধান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, এক দেশের মানুষকে অন্য দেশে ঢুকতে দেয়া যায় না। (অবশ্য, ভারত থেকে কোরবানীর গরু, আর মিয়ানমার থেকে ইয়াবা ঢুকতে ভিসা লাগে না এবং হাসিনা ও বিজিবি সেগুলোকে ঠেকানোর জন্য সীমান্ত সিল করার নির্দেশও দেয়না)।

তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হলো, হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মিয়ানমারের কাছে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া হয় যাতে দুই দেশের সেনাবাহিনী মিয়ানমারের ভিতরে রোহিঙ্গা মুক্তিসংগ্রামকে দমনে যৌথ অভিযান চালাতে পারে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, রোহিঙ্গা জনগণের উপর বর্বর গণহত্যা ও নিপীড়নে মিয়ানমারের ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলানো। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এদেশেও জনগণের মুক্তি সংগ্রাম ও আন্দোলন দমনে মিয়ানমারসহ বিদেশী সেনাবাহিনীকে ডেকে এনে যৌথ অভিযান চালানোর প্রস্তাব করা। এই হলো শেখ হাসিনার 'স্বাধীনতার চেতনা'!

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অভিযোগ করেছে যে, মিয়ানমারের হেলিকপ্টার অন্তত ১৭ বার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে দেড় লক্ষাধিক বাংলাদেশী সেনাবাহিনী প্রতিপালনের ফলটা তাহলে কী? ভারত তো দূরের কথা, মিয়ানমারের মতো রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে তাদের কোন ভূমিকা না থাকলে এ সেনাবাহিনী কীসের জন্য? তাযে শুধু শাসক শ্রেণির ক্ষমতা ও সম্পদ রক্ষা করা, জনগণকে দমন করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের দালালী করার জন্যই রাখা হয়েছে তা পুনরায় প্রমাণিত হচ্ছে।

যদিও সকল বাধা পেরিয়ে শুধু জীবন রক্ষার তাড়নায় শরণার্থী রোহিঙ্গাদের লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছেন। আরো লক্ষাধিক মানুষ অপেক্ষা করছেন বলে খবর বেরিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে মানবিক সাহায্যদানের ক্ষেত্রে হাসিনা সরকারের ঔদাসিন্য নর্দয়তার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি সুদূর তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার সরকারি উদ্যোগের মুখেও হাসিনা সরকার লজ্জিত হচ্ছে না; তারা সমস্যার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। দুই সপ্তাহ পেরিয়ে যাবার পর বিশ্বজনমতের চাপে এখন সরকার কিছুটা মোড় ঘুরিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত নেয়ার জন্য মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টির আবেদন দিচ্ছে যা তাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতার এক হাস্যকর দৃষ্টান্ত।

** রোহিঙ্গা জনগণ মিয়ানমারের একটি নিপীড়িত জাতি, যাদেরকে মিয়ানমারের সরকার আদৌ সেদেশের মানুষ বলেই গণ্য করে না। বছর বছর ধরে তাদের উপর চলছে চরম জাতিগত নিপীড়ন। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের এক বিরাট অংশ বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। তাদের একটা অংশ শরণার্থী ক্যাম্পে থাকলেও, এবং সেগুলোতে জাতিসংঘের সহযোগিতা চললেও, বেশির ভাগ রোহিঙ্গা জনগণ স্থানীয় বাংলাদেশী জনগণের সাথে তাদের ধর্মীয় মিল ও ভাষাগত-সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে তাদের সাথে মিশেও যাচ্ছেন। এরকম একটি বড় সমস্যাকে এখনো পর্যন্ত এই ফ্যাসিস্ট সরকার বিশ্বদরবারে জোরালোভাবে তুলে ধরতেও ব্যর্থ হয়েছে, সমাধান করা-তো দূরের কথা। এ অবস্থায় স্থানীয় জনগণের মাঝে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদী প্রবণতাও বিকশিত হচ্ছে, যাকে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা মদদ দিচ্ছে। এই উগ্র বাঙালি ফ্যাসিবাদকে দৃঢ়ভাবে উন্মোচন ও সংগ্রাম করতে হবে।

রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিষয়টি হলো তাদের ন্যায্য জাতিগত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা, যা হাসিনা সরকারসহ তথাকথিত 'বিশ্বজনমত' ও 'বিশ্বনেতা'রা এড়িয়ে চলতে চায়। মিয়ানমারের ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়া সরকার ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের মতই একই রকমের একটি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শাসিত, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। যেখানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে নির্মম দমন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। একইসাথে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মবাদী ফ্যাসিবাদ সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতিগত জনগণের জন্য বর্ধিত নিপীড়ন জারি করেছে। এ কারণেই মিয়ানমারের জাতিসত্তাগুলোর জনগণের মাঝে বহু বহু বছর ধরে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মিয়ানমারের শাসকশ্রেণি ও সরকার এ আন্দোলনগুলোকে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের মতই বর্বরভাবে দমন করে। যে অংসান সুকিকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছিল, এখন সে-ই আবির্ভূত হয়েছে রোহিঙ্গা জনগণের জীবনে সকল অশান্তির অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে। এমনকি সম্প্রতি সে ঘোষণা করেছে যে, রোহিঙ্গারা নিজেরাই নাকি নিজেদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে বিশ্ব জনমত গঠন করতে চাচ্ছে! এটা 'বিশ্বশান্তিবাদী' ও 'গণতন্ত্রের প্রতিমা' সুকির কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং তার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া চরিত্রেরই অনিবার্য প্রকাশ।

বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো রাখাইন প্রদেশেও মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলো সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলেছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এটা কোন কারণ হতে পারে না রোহিঙ্গা জনগণের জাতিগত সংগ্রামকে বিরোধিতা করার। তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে (যার মাঝে রয়েছে জাতি হিসেবে তাদের স্বীকৃতি, মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা, রাখাইনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এমনকি রাখাইনে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার– ইত্যাদিকে) সমর্থন করা ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তির দায়িত্ব। আমরা দৃঢ়ভাবে এই সমর্থন ঘোষণা করছি এবং সকল প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী শক্তির প্রতি তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মিয়ানমারের এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব ও আঞ্চলিক প্রধান শক্তিগুলো নিজ নিজ দাবার ঘুটি চালাচ্ছে। চীন ও ভারত মিয়ানমার রাষ্ট্রের এই বর্বরতাকে সমর্থন দিয়ে চলেছে নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী। ভারতের এই অবস্থানকেই হাসিনা-আওয়ামী সরকার বাস্তবে অনুসরণ করে চলেছে। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মবাদী জঙ্গিরা রোহিঙ্গা জনগণের সংগ্রামকে বিপথগামী করার জন্য সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদ বিকাশের সুযোগ নিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ সবকিছুকেই নিজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে তৎপর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এই রাখাইন অঞ্চলের পরিস্থিতি সমগ্র অঞ্চলের উপরই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই, আমরা সকল প্রকৃত মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শক্তির প্রতি রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা এবং সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কর্মসূচিতে পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ ও ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

– ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ॥ কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ॥